২। উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এর মধ্যে পার্থক্য করুন।

উঃ) যে ক্রিয়ার ভালো মন্দ বিচার করা যায় সেই ক্রিয়াকে নৈতিক ক্রিয়া বলে। কেবলমাত্র ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নৈতিক ক্রিয়া, নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত, এই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বা নৈতিক বিচারের প্রকারভেদ বিভিন্ন আছে, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অন্যতম।

উদ্দেশ্য :— উদ্দেশ্য হল স্বনির্বাচিত ইচ্ছা বা কামনা। বিভিন্ন ইচ্ছাগুলির মধ্যে থেকে বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যখন তার চরিত্রের সঙ্গে যোগ কোন একটি ইচ্ছাকে নির্বাচন করে এবং তাকে তৃপ্ত করার জন্য সচেষ্ট হয় তখন সেই নির্বাচিত ইচ্ছাকে উদ্দেশ্য বলে। উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে চালিত করার একটি শক্তি বিশেষ যার জন্য ব্যক্তি কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

Scanned by CamScanner

3rd sep

উদ্দেশ্যের প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। মিল ও বেনথামের মতে উদ্দেশ্য হল সুখ ও দুঃখের অনুভূতি যা ব্যক্তিকে কার্যে প্রবৃত্ত করে। বুদ্ধিবাদীরা বলেন অন্ধ অনুভূতি নৈতিক কর্মের প্রেষণা হতে পারে না; যে প্রেষণা শুভ কর্মের প্রেরণা যোগায় তা হল প্রেম উদ্দেশ্যমুখী চিন্তা।

অভিপ্রায় :- অভিপ্রায় উদ্দেশ্য অপেক্ষা অধিক ব্যাপকতর মানসিক স্তর। যে মানসিক স্তরে কর্মের উদ্দেশ্য, উপায় এবং কর্মের সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণা থাকে, তাকে অভিপ্রায় বলে। উদ্দেশ্য অভিপ্রায় এর একটি উপাদান, অপর উপাদান হল উপায় এবং সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ কর্ম সম্পাদন করতে হলে কেবল উদ্দেশ্য থাকাই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি কর্মের উপায় ও পরিণাম সম্পর্কে ধারণা থাকাও প্রয়োজন। সুতরাং যে মানসিক স্তরে কর্মের উদ্দেশ্য, উপায় এবং সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে ধারণা থাকে তাকে অভিপ্রায় বলে। অভিপ্রায় নৈতিক ক্রিয়ার শেষ মানসিক স্তর। নৈতিক বিচারে অভিপ্রায়ের মূল্যায়ন।